ভারতের বাইরে বৈপ্লবিক আন্দোলন

ভারতীয় বিপ্লবীগণ বৈপ্লবিক আন্দোলনের সূচনা থেকেই ভারতের বাইরে বিভিন্ন পাশ্চাত্য দেশে বিপ্লবীকেন্দ্র গড়ে তুলতে সচেষ্ট হন। এই প্রচেষ্টার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে বিদেশী শক্তির নিকট থেকে বিভিন্নভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা অর্জন করা। এছাড়া এই প্রয়াসের মূলে অপর একটি উদ্দেশ্য হল ভারতের অভ্যন্তরে ব্রিটিশ দমন নীতি থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে বিদেশ থেকে বিপ্লবী প্রচার কার্য পরিচালনা করা। বিদেশের বৈপ্লবিক প্রয়াসের ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেন **শ্যামাজী কৃষ্ণবর্মা**। তিনি লণ্ডনে "ইণ্ডিয়ান হোমরুল সোসাইটি" নামে একটি সমিতি গঠন করেন। স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে তিনি ইংল্যাণ্ডের প্রবাসী ভারতীয়দের বিপ্লবী মন্ত্রে দীক্ষিত করেন। তার প্রতিষ্ঠিত "ইণ্ডিয়া হাউস" ছিল লণ্ডনে ভারতীয় বিপ্লবীদের প্রধান কর্মকেন্দ্র। শ্যামাজী কৃষ্ণবর্মার সহযোগী ছিলেন সর্দার সিং রাণা। 'বন্দেমাতরম্', 'ইণ্ডিয়ান ফ্রিডম', 'তলওয়ার' প্রভৃতি পত্র-পত্রিকা সম্পাদনার ক্ষেত্রে সর্দার সিং রাণা মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন। শ্যামাজী কৃষ্ণবর্মা 'The Indian Sociologist' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। 'ইণ্ডিয়া হাউস' এ ১৯০৮ সালের ১০ই মে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের মহাবিদ্রোহ উদযাপনের জন্য একটি সম্মেলন আহ্বান করে। এছাড়া বিভিন্ন সভা সমাবেশেরও আয়োজন করা হয়। প্রখ্যাত মারাঠা বিপ্লবী **দামোদর বিনায়ক সাভারকর** (১৮৮৩-১৯৬৬) এই সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি এইসময় ইতালীর রাষ্ট্রনায়ক ম্যাৎসিনির জীবনী গ্রন্থ ও ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের মহাবিদ্রোহ সম্পর্কে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এদিকে মদনলাল ধিংড়া নামে আর একজন ভারতীয় বিপ্লবী স্যার কার্জন উইলিকে হত্যা করায় ব্রিটেনে বিশেষ চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয় এবং এই ব্যাপারে পুলিশ সাভারকরকে গ্রেপ্তার করে (মার্চ ১৯১০)। ইংল্যাণ্ডে বিপ্লবীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন **মাদাম ভিকাজী রুস্তমজী কামা** (১৮৬১-১৯৩৬) নামে এক ধনী পার্শী মহিলা। মাদাম কামাকে "ভারতীয় বিপ্লববাদের জননী" বলা হয়। ১৮০৭ খ্রিস্টাব্দে জার্মানীর স্টুটগার্ট শহরে তিনি সমাজতান্ত্রিক সম্মেলনে যোগদান করেন এবং একটি তিনরঙা পতাকার নিচে বক্তৃতা দেন। এই পতাকার রঙ ছিল লাল, সবুজ ও হলুদ। এটিই ভারতের প্রথম জাতীয় পতাকা নামে পরিচিত। এই পতাকার মধ্যে

Scanned by CamScanner

'বন্দেমাতরম্' কথাটি লেখা ছিল। মাদাম কামা ব্রিটেনে ভারতীয় তরুণ সম্প্রদায়কে সংগঠিত করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন এবং ''ফ্রি ইণ্ডিয়া সোসাইটি'' গঠন করেন। ব্রিটিশ দমন নীতির থেকে রেহাই পাবার উদ্দেশ্যে তিনি প্যারিসে চলে যান এবং সেখান থেকে বিপ্লবী আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন। এদিকে ব্রিটিশ সরকার সাভারকরকে গ্রেপ্তার করার পর ব্রিটেনে বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা কিছুটা শিথিল হয়ে যায় এবং বিপ্লবীরা আত্মরক্ষার জন্য ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েন।

গদর পার্টি ও বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রেও প্রবাসী ভারতীয়রা বৈপ্লবিক প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেন। তারকনাথ দাস ও সোহন সিং বাখনা এই দুই বিপ্লবী প্রবাসী ভারতীয়দের মনে বৈপ্লবিক আদর্শ প্রচারে উদ্যোগী হন। তারকনাথ দাস ও তাঁর সহযোগীগণ আমেরিকায় ''ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘ'' প্রতিষ্ঠা করেন (১৯০৭)। এরপর লালা হরদয়াল ভারত থেকে এলে আমেরিকায় বৈপ্লবিক আন্দোলন সক্রিয় হয়ে ওঠে। লালা হরদয়াল মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন যে ভারতে ব্রিটিশ শাসনকে উৎখাত করতে হলে সশস্ত্র বিপ্লব ভিন্ন অন্য কোনও পথ নেই এবং এই কাজে ভারতীয় জনগণ ব্রিটিশ ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর ভারতীয় সেনাদের সংশ্লিষ্ট করা প্রয়োজন। শীঘ্রই হরদয়াল আমেরিকায় প্রবাসী পাঞ্জাবী সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচারে আত্মনিয়োগ করলেন এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'যুগান্তর আশ্রম' আমেরিকায় প্রবাসী বিপ্লবীদের প্রধান ঘাঁটিতে পরিণত হয়। ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে প্রবাসী ভারতীয় ছাত্র ও শ্রমিকগণ গদর পার্টি (গদর কথাটির অর্থ বিদ্রোহ) স্থাপন করেন। গদর সমিতি আমেরিকা ও কানাডায় প্রবাসী ভারতীয়দের বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার মূল ভিত্তি ছিল।[৬] এই সমিতি 'গদর' নামক একটি সংবাদপত্রের মাধ্যমে ব্রিটিশ-বিরোধী প্রচারকার্য সংগঠিত করে। এই কাগজে শুধুমাত্র আমেরিকাতেই নয় পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বসবাসকারী ভারতীয়দের মনে স্বদেশ চেতনা সঞ্চার করেছিল। ব্রিটিশ সরকার গদর পার্টির বৈপ্লবিক কার্যকলাপ সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। কিন্তু সরকারের নানাপ্রকার বিধিনিষেধ সত্ত্বেও এক বিরাট সংখ্যক বিপ্লবী আমেরিকা থেকে ভারতে আসতে সমর্থ হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় গদর পার্টির সমর্থনে উত্তর সশস্ত্র অভ্যুত্থানের কর্মসূচী নেওয়া হয় (২১শে ফেব্রুয়ারী ১৯১৫), কিন্তু এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়। গদর আন্দোলনের ব্যর্থতার মূলে ছিল এর সাংগঠনিক ও আর্থিক দুর্বলতা ও ভ্রান্ত রণকৌশল। আন্দোলন সুসংহত করার উপযোগী যোগ্য নেতৃত্বের অভাব দেখা যায়। লালা হরদয়াল ছিলেন একজন দক্ষ প্রচারক ও তাত্ত্বিক নেতা—কিন্তু সাংগঠনিক দিক দিয়ে তিনি তেমন কর্মকুশলতা দেখাতে পারেন নি।

গদর আন্দোলন ব্যর্থ হলেও ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে এর গুরুত্ব নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য। প্রথমত, গদর আন্দোলন শুধুমাত্র পাঞ্জাবি বিশেষত শিখ সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না—বিভিন্ন অঞ্চলের নানা ধর্মীয় সম্প্রদায়-এর মধ্যে যুক্ত হয়েছিল। এই আন্দোলন পাঞ্জাবে একটি ধর্ম নিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদী মানসিকতা সৃষ্টিতে সহায়ক হয়েছিল।

Scanned by CamScanner

দ্বিতীয়ত, এই আন্দোলনের গণতান্ত্রিক ও জনকল্যাণ মূলক 'ঐতিহ্য পাঞ্জাবের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ভিত্তি গণমুখী করে তুলেছিল। প্রসঙ্গত বলা যায়, পরবর্তীকালে পাঞ্জাবে কৃষক আন্দোলন প্রসারে ও বামপন্থী রাজনীতির বিকাশে প্রাক্তন গদর বিপ্লবীদের বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল।

জার্মানীতে বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ড

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানী প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীদের প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়। ভারতের মুক্তির জন্য ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, অবনী মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বিপ্লবীগণ বৈদেশিক সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে যুদ্ধের সূচনার সঙ্গে সঙ্গেই জার্মান সরকারের দ্বারস্থ হলেন। কিন্তু প্রথমদিকে জার্মান সরকারের ধারণা ছিল যুদ্ধে তাঁদের জয় অবশ্যম্ভাবী। এই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে তাঁরা ভারতীয় বিপ্লবীদের আবেদন উপেক্ষা করেন। কিন্তু মার্ণের পরাজয়ে জার্মান সরকারের দিব্যজ্ঞান দেখা দিল। পরাক্রমশালী ব্রিটিশ শক্তিকে দুর্বল করার জন্য তাঁরা ভারতীয় বিপ্লবীদের ডাকে সাড়া দিলেন এবং সশস্ত্র বিদ্রোহ সংগঠিত করবার জন্য সর্বপ্রকার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলেন। প্রখ্যাত গদর নেতা লালা হরদয়াল ইতিমধ্যে আমেরিকা থেকে ইউরোপে এসে হাজির হন এবং জার্মান সম্রাট কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ামের সঙ্গে দেখা করেন। এদিকে ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ, বরকতুল্লা, ডাক্তার মনসুর, ধীরেন্দ্র সরকার প্রভৃতি স্বনামধন্য বিপ্লবীগণ বৈপ্লবিক প্রয়াসকে সুসংহত করার উদ্দেশ্যে একটি কার্যকরী সভা "বার্লিন কমিটি" গঠন করেন। এই কমিটির উদ্যোগে বার্লিনস্থিত ভারতীয় ছাত্রদের মধ্য থেকে কর্মী সংগৃহীত হতে লাগল এবং সশস্ত্র সংগ্রাম সফল করার জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের প্রবাসী ভারতীয়দের আসন্ন বিপ্লবে যোগদানের জন্য ভারতে পাঠাবার ব্যবস্থা নেওয়া হল। বার্লিন কমিটির সম্পাদক ছিলেন ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। ধীরেন সরকার, বিষ্ণু সুখতনকর ও চঞ্চুয়া এই তিনজন সংগঠনের প্রথম প্রচারক হন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় রাসবিহারী বসু ও নেতাজী সুভাষ যেভাবে জাপানের সমর্থনে ভারতীয় মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন, কিন্তু জাপানের তাঁবেদারে পরিণত হন নি; সেইরকম প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারতীয় বিপ্লবীগণ জার্মানীর সাহায্য নিলেও নিজেদের স্বতন্ত্র সংগঠন ও প্রচারকার্যের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারতীয় বৈপ্লবিক প্রয়াসের প্রথম অধ্যায়ের চরম পরিণতি লক্ষ্য করা যায়। এইসময় একদিকে ঢাকা থেকে লাহোর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে রাসবিহারী বসুর নির্দেশনায় এক সশস্ত্র সামরিক অভ্যুত্থানের উদ্যোগ দেখা যায়। অন্যদিকে ভারতের বাইরে গদর পার্টি ও অন্যান্য প্রবাসী বিপ্লবীদের দ্বারা জার্মানী সহায়তায় ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসানের প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। জার্মানীর সহায়তায় এম. এস. ম্যাভরিক জাহাজে অস্ত্র এনে যে সশস্ত্র সংঘর্ষের পরিকল্পনা গৃহীত হয় তা ফলপ্রসূ হয়নি। এদিকে

Scanned by CamScanner

১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে ইঙ্গ-জার্মান ষড়যন্ত্র মামলা আমেরিকার সান ফ্রানসিস্‌কোতে শুরু হয়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের "নিরপেক্ষতা আইন" ভঙ্গের অভিযোগে বিপ্লবীরা অভিযুক্ত হলেন। আসামীদের মধ্যে ভারতীয় বিপ্লবীগণ ভিন্ন জার্মান সরকারের পদস্থ কর্মচারী, কনসাল প্রভৃতি অনেকে ছিলেন। এই মামলায় আসামীর সংখ্যা ছিল ১০৫। ব্রিটিশ সরকারের চাপে ও গুপ্তচরদের সহায়তায় বিপ্লবীগণ সহজেই ধরা পড়েন। ইঙ্গ-জার্মান ষড়যন্ত্র প্রসঙ্গে সিডিশন কমিটি মন্তব্য করেছেন ঃ "এই ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনা ও কর্মনীতি অনুসন্ধান করলে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে যে, বিপ্লবীরা জার্মান সাহায্যপ্রাপ্তি ও তার সুযোগ নেওয়া সম্পর্কে খুবই আশান্বিত ছিলেন—আর অন্যদিকে জার্মান সরকার বিপ্লবী দলের সংস্থা সম্পর্কে ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে তাদের সুযোগ নিতে চেয়েছিলেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার একটি চমকপ্রদ ঘটনা হল **'কোমাগাতামারু'** জাহাজের গতিবিধি। কানাডায় প্রবাসী ভারতীয়দের উপর বিধিনিষেধ আরোপিত হওয়ায় বহু সংখ্যক কানাডা-প্রবাসী শিখ বাসিন্দা এই জাহাজে ভারত অভিমুখে যাত্রা করেন এবং ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দের ২৯শে সেপ্টেম্বর কলকাতার কাছে বজবজে অবতরণ করেন। কিন্তু আগত যাত্রীদের জন্য বিশেষ ট্রেনে তাঁরা যেতে রাজি না হওয়ায় সরকারি সৈন্যদের সঙ্গে সংঘর্ষ শুরু হল। এই হাঙ্গামায় ১৮ জন শিখ নিহত হন। এই মর্মান্তিক ঘটনায় ভারতবাসীর মনে তীব্র বিদ্বেষ সৃষ্টি হল।

Scanned by CamScanner

তাদের আস্থা ছিল না।

ভারতীয় বৈপ্লবিক কর্মতৎপরতা সফল হয়নি,—এই মত গ্রহণ করা অযৌক্তিক হবে না, কারণ বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার ফলে ব্রিটিশ প্রশাসন যন্ত্র অচল হয়ে পড়েনি। যদিও ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর মনে কিছুটা ত্রাসের সঞ্চার হয়েছিল। বৈপ্লবিক তৎপরতার ফলে ভারতীয় কর্মচারীগণই বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল। সন্ত্রাসমূলক প্রচেষ্টার ব্যর্থতা সম্পর্কে বিপ্লবীরাও সচেতন হয়ে উঠেছিলেন। নলিনীকিশোর গুহ তাঁর "বাংলায় বিপ্লববাদ" গ্রন্থে লিখেছেন যে ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দের পর থেকেই বিপ্লবীরা সন্ত্রাসবাদী প্রচেষ্টার অযৌক্তিকতা বুঝতে পারেন এবং সংঘবদ্ধ সশস্ত্র বিপ্লবের দিকে আকৃষ্ট হন।[৯]

Scanned by CamScanner

ব্যর্থতা সত্ত্বেও ভারতীয় বিপ্লবীদের বিভিন্ন কার্যকলাপ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। তাঁরা যে ত্যাগ ও বীরত্বের নিদর্শন রেখে গেছেন তা ভারতবাসীর মনে আত্মবিশ্বাস ও গভীর উদ্দীপনা সঞ্চার করেছিল। ডঃ সুমিত সরকার এই ব্যর্থতাকে "বীরোচিত ব্যর্থতা" (a heroic failure) বলে মন্তব্য করেছেন। বৈপ্লবিক কর্মপ্রয়াস ব্যর্থ হলেও বিপ্লবীদের প্রচেষ্টা ও বৈপ্লবিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা পরবর্তীকালের ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের পথ নির্দেশ করেছিল। তাঁদের গুপ্ত সন্ত্রাসবাদী প্রচেষ্টা হয়তো সফল হয়নি কিন্তু তাঁদের সংগ্রামমুখী প্রয়াস জাতীয় সংগ্রামকে আরও গতিশীল ও আপোষ বিরোধী করে তুলেছিল। গণভিত্তিক সংগ্রামের পথ অনুসরণ না করলেও তাঁরা পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনের অন্য বৈপ্লবিক আপোষ-বিরোধী সংগ্রামের ইঙ্গিত দিয়ে গেছলেন। এই প্রসঙ্গে বলা যায়—বিপ্লবীরা গণ-আন্দোলনের পথ গ্রহণ করেননি সত্য, কিন্তু ঐ সময় জাতীয় গণ-সংগ্রামের চেতনা ও পদ্ধতি সঠিক আকার ধারণ করেনি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বলশেভিক বিপ্লব বৈপ্লবিক গণ-সংগ্রামের সুস্পষ্ট নির্দেশ করেছিল।[১০] বস্তুতপক্ষে বলশেভিক বিপ্লবের পর ভারতীয় বিপ্লবীরাও গুপ্ত সন্ত্রাসবাদী প্রচেষ্টার ক্ষীণ গণ্ডী থেকে উত্তীর্ণ হয়ে গণ-সংগ্রামের পথ অনুসরণে সচেষ্ট হন। মানবেন্দ্রনাথ রায়, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, নলিনী গুপ্ত প্রমুখ বিপ্লবীরা সমাজতান্ত্রিক আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে জাতীয় গণ-সংগ্রামের মন্ত্রে দীক্ষিত হন।

Scanned by CamScanner